NOV. 17 2000

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ .....

প্রশাসনে সংস্কার প্রসঙ্গ

প্রকাশ চলতি নভেম্বর মাসেই জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের পূর্ব-নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হইতেছে। কমিশন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব অসম্পূর্ণ রাখিয়াই বিদায় গ্রহণ করিবে। এখনকি, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা কিংবা সংস্কার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করিয়া কোন ব্যবস্থাই থাকিতেছে না। নির্বাচন পরবর্তী নূতন সরকারকেই প্রশাসনিক সংস্কারের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন-কৌশল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এই সময়ে কমিশনের ইতিপূর্বে পেশকৃত সুপারিশসমূহ অবাস্তবায়িত অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে।

আমরা বলিব জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন যদি উহার কাজ অসমাপ্ত রাখিয়াই আগামী ৩০শে নভেম্বর বিদায় নেয় তবে তাহা হইবে দুর্ভাগ্যজনক। আর নির্বাচনের পূর্বে যদি প্রশাসনিক সংস্কারের আর কোনো অগ্রগতি সাধিত না হয় তবে তাহা হইবে অধিক দুর্ভাগ্যজনক। কমিশন তবু ইতিমধ্যেই কিছু সুপারিশ পেশ করিয়াছে। কিন্তু সে সুপারিশ বাস্তবায়নের কাজও বলিতে গেলে এক ইঞ্চি আগায় নাই। চলতি বছরের গোড়ার দিকে কয়েকটি সুপারিশ মন্ত্রিসভা অনুষ্ঠানিকভাবে বিবেচনা ও অনুমোদন করিয়াছিল। কথা ছিল সংস্কার কমিশনের পেশকৃত অন্যান্য সুপারিশ পর্যায়ক্রমে মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিবেচনার জন্য এজেন্ডাভুক্ত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুসারে তাহাও নাকি এখন হইতেছে না।

দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র সময়ের ধারাবাহিকতা সম্পূর্ণ অকার্যকর হইয়া পড়িয়াছে। জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টেও উল্লেখ করিয়াছে যে বিশ্লেষকরা এখন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের অদক্ষ ও অকার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত করিতেছেন। অনেকে ইহাতে বলেন 'মাথাভারী' প্রতিষ্ঠান। বদনাম আছে যে, জনপ্রশাসনের উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অধিকাংশের মান অত্যন্ত নিচু। প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থবিরতা, দুর্নীতি আর অনিয়ম।

এ ব্যাপারে সম্ভবত সকলেই একমত যে, প্রশাসনকে দক্ষ, কার্যকর ও গতিশীল করিতে সংস্কার প্রয়োজন। এ নিয়া দূর ও নিকট-অতীতে বহু বাক্য ব্যয়ও করা হইয়াছে, গঠন করা হইয়াছে কমিটি-কমিশন, পেশ করা হইয়াছে অনেক রিপোর্ট ও সুপারিশ। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয় নাই। বর্তমানে যে সংস্কার কমিশনটি কাজ করিতেছে সে কমিশনও ইতিমধ্যে বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করিয়াছে। সুপারিশগুলির মধ্যে কয়েকটি হইলঃ মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা কমাইয়া আনিতে হইবে; চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করিতে হইবে; চাকুরীর বয়সসীমা ৫৭ হইতে ৬০ বৎসরে উন্নীত করিতে হইবে; নিয়োগের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে কোটা পদ্ধতির বিলোপ সাধন করিতে হইবে; নিয়োগ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় হ্রাসের জন্য একটির স্থলে তিনটি সরকারী কর্ম-কমিশন গঠন করিতে হইবে; উপ-সচিব পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে; পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতাকে প্রাধান্য দিতে হইবে ইত্যাদি। ইহাছাড়াও উক্ত কমিশন প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ ও গতিশীল করিতে আরও অনেক সুপারিশ করিয়াছে। কিন্তু সুপারিশ অনুসারে যদি প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা না হয় তবে সুপারিশ করা বা না করার মধ্যে পার্থক্য থাকে কোথায়?

আমরা আগেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ অনুসারে প্রশাসনকে ঢালিয়া সাজানো উচিত। আমরা বলি না যে, রাতারাতি কাজটা করা সম্ভব। সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান একবার বলিয়াছেন যে, প্রশাসনিক সংস্কার একটি ধারাবাহিক ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রক্রিয়া। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন। আমরা চাই, উক্ত প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা যাহাতে ক্ষুণ্ন না হয় এবং সংস্কারের কাজটি যথাসম্ভব দ্রুত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু মনে হইতেছে যে, প্রশাসনিক সংস্কার প্রক্রিয়া যে কোন কারণেই হউক বাধাগ্রস্ত হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে যাইতেছে। ইহা অবশ্যই কাম্য হইতে পারে না। কারণ যাহাই হউক, সংস্কার কার্যক্রমের স্থবিরতা আমরা মানিয়া নিতে পারি না। আমরা আশা করিব, প্রশাসনিক সংস্কারে অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে এবং এই ধারা আগামী নির্বাচনের পরেও চলিতে থাকিবে।